بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুমআ

আমাদের প্রভু এমনই দয়াবান যে তিনি আমাদেরকে দু’ দু’টো ঈদ দান করেছেন।

আহমদীরা তো খাতামান্নাবীঈনের মর্যাদার সবথেকে বেশি সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখে আর এটা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর শব্দে যে শক্তি তার ধারে কাছেও এরা যেতে পারবে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মোবারক ইসলামাবাদ (বারতানিয়া) হতে প্রদত্ত ৩১ শে জুলাই ২০২০-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ সকালে আমরা ঈদের নামায পড়েছি আবার আজকে জুমুআও। ঈদ এবং জুমুআ একইদিনে সমবেত হলে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা হলো, কেউ চাইলে জুমুআর পরিবর্তে যোহরের নামাযও পড়তে পারে, এর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি একবার এমনই এক উপলক্ষ্যে তিনি (সা.) বলেছেন, আমরা জুমুআ পড়বো। তিনি (সা.) জুমুআ পড়েছিলেন, তাই আমি এর আলোকে (যুক্তরাজ্যের) আমীর সাহেবকে এ কথাই বলেছিলাম যে, যারা যোহরের নামায পড়তে চায় তারা জুমুআ না পড়ে নির্দ্বিধায় বাজামা’ত যোহরের নামায পড়তে পারে। এমনিতেও বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশি লোক মসজিদে সমবেত হওয়া সম্ভব নয়, তারা বাড়িতেই অবস্থান করছে, আর বাড়িতে যদি ব্যস্ততা না থাকে তাহলে পূর্বে যেভাবে জুমুআ পড়তো আজও সেভাবেই পড়তে পারে। অপরদিকে যাদের ব্যস্ততা রয়েছে তারা যোহরের নামাযও পড়তে পারে, কিন্তু আমরা এখানে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে আজ জুমুআ পড়ছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.)’র যুগে একবার এভাবেই ঈদ-উল-আযহা ও জুমুআ একদিনে আসে। তখন বিভিন্ন লোক নিজ নিজ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, জুমুআ না পড়ে যোহরের নামায পড়া উচিত। যারা যোহরের নামায পড়ার বিষয়ে জোর দিচ্ছিল তিনি (রা.) তাদেরকে চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের খোদা কতই না উদার! তিনি আমাদেরকে (একদিনে) দু’টি ঈদ উপহার দিয়েছেন। এখন কেউ যদি ঘি মাখানো দু’টো চাপাতি বা রুটি পায় তাহলে সে একটি কেন প্রত্যাখ্যান করবে? তার একান্ত কোন অপারগতা না থাকলে সে তো দু’টোই নিবে। মহানবী (সা.)যে এর অনুমতি প্রদান করেছেন এর কারণ হলো , কেউ যদি বাধ্য হয়ে জুমুআর পরিবর্তে যোহরের নামায পড়ে তাহলে অন্যদের তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়। কিছু মানুসের ঈদ ও জুমুআর উভয়টি পড়ার সুযোগ হলে, সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি করা এবং একথা বলা উচিত নয় যে, তারা ছাড়ের সুযোগ গ্রহণ করেনি।

যাহোক অবকাশ থাকলেও মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবনে আমরা এটিই দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) বলেছেন, আমরা জুমুআ পড়বো। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, আজ আমরা জুমুআ পড়ছি, কিন্তু সংক্ষিপ্ত

খুতবা প্রদান করব। এজন্য আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি চয়ন করেছি যাতে তিনি (আ.) নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর জামাতের মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানা এবং বাস্তবে তাঁর জীবন্ত নবী ওয়ার বিষয়েও খুবই তত্ত্বসমৃদ্ধ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, আর মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদাও তুলে ধরেছেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের প্রতি এই অপবাদ আরোপ করে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে মেনে আমরা (নাকি) নাঊযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা কম করে থাকি। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা পাকিস্তানের বিভিন্ন সংসদে এসব রেজুলুশান পাশ করিয়ে বড়ই গর্ব করছে যে, দেখ! আমরা মহানবী (সা.)-এর নামের সাথে খাতামান্নাবীঈন শব্দটি লিখা আবশ্যক করে তাঁর প্রতি কতই নাগভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছি এবং তাঁর পদমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ করেছি। তাদের হৃদয়ও যদি সত্যিকার অর্থে একই সাক্ষ্য দেয় আর বাস্তবে তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের প্রেরণা যোগায় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত ভালো কথা। কিন্তু তাদের কর্ম তাদেরকে তিনি যে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন তা থেকে যোজন যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে । তারা মনে করে, খাতামান্নাবীঈন শব্দটিকে লিখা আবশ্যক করে এক মহান কাজ করে ফেলেছে আর আহমদীদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই নির্বোধদের এটি জানা নেই যে, আহমদীরা তো সবচেয়ে বেশি খাতামান্নাবীঈন পদমর্যাদাটির মর্ম উপলব্ধি করে আর এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সেশক্তি রয়েছে যার ধারেপাশেও তারা পৌঁছতে পারবে না। তাঁর (আ.) প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি কর্মে হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জন্য এমন প্রেম ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় যা তারা ভাবতেও পারে না । এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসংখ্য উক্তি, রচনা ও বক্তব্য রয়েছে। এখন আমি উদাহরণ স্বরূপ সেগুলোর কয়েকটি উপস্থাপন করব। স্বীয় আগমনের উদ্দেশ্য এবং জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিরোধীদের সম্বোধন করে তিনি (আ.) বলেন,

আমার আগমনের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত উদ্দেশ্য হলো, তাদের প্রকৃত তাক্বওয়া ও পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ তারা যেন সেই খাঁটি মুসলমান হয়ে যায় যেমনটি আল্লাহ মুসলমান শব্দের (ব্যাবহারিক অর্থে) দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পূর্ণ আনুগত্যের সহিত আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করা। আর খ্রিষ্টানদের জন্য তাদের ক্রুশ ভঙ্গ হওয়া আর তাদের কৃত্রিম খোদা দৃষ্টিগোচর না হওয়া। জগদ্বাসী যেন তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় এবং এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত হয়।

তিনি বলেন, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত বৃক্ষ হয় তার সুরক্ষা তো স্বয়ং ফিরিশতারা করে থাকে। কে আছে যে এটিকে ধ্বংস করতে পারে?– এটি এক চ্যালেঞ্জ। যত বিরোধিতা হয় ততই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি হয়। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! আমার জামা'ত যদি কেবল দোকানদারি বা ব্যবসা হয়ে থাকে তাহলে এর নাম চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যাবে, কিন্তু এটি যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর অবশ্যই এটি তাঁর পক্ষ থেকে, তাহলে সমস্ত জগদ্বাসী এর বিরোধিতা করলেও এটি বৃদ্ধি পাবে, প্রসারিত হবে আর ফিরিশতারা এর সুরক্ষা করবে। তিনি বলেন, যদি এক ব্যক্তিও আমার সাথে না থাকে আর কেউ সাহায্য না করে তবুও আমি বিশ্বাস করি, এই জামা'ত সফলতা লাভ করবে।

অতঃপর নিজের এবং নিজ জামা'তের পরিপূর্ণ ঈমান এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত আনুগত্যের ঘোষণা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমি সত্য বলছি এবং খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামা'ত মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আর আমার বিশ্বাস হলো, এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে এবং যতটা আল্লাহ্ তা'লার জকট্য পেতে পারে, তা শুধু এবং শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমেই সম্ভব, নতুবা নয়। তিনি (সা.) ছাড়া এখন পুণ্যের আর কোন পথ নেই। হ্যাঁ, একথাও সত্য যে, আমি আদেক্স এটি বিশ্বাস করি না যে, মসীহ্ (আ.)-এই নশ্বর দেহ নিয়ে জীবিত

আকাশে আরোহন করেছেন এবং এখনও জীবিত বসে আছেন। কেননা এই বিশ্বাস পোষনে মহানবী (সা.)-এর চরম মর্যাদাহানি এবং অবমাননা হয়। আমি এক মু হূ র্তের জন্যও এ অবমাননা সহ্য করতে পারি না। এখন যদি মসীহ্‌র মৃত্যুতে বিশ্বাস করা বা মৃত্যুকে তাঁর প্রতি আরোপিত করা তারঅবমাননা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব, মহানবী (সা.)এর ক্ষেত্রে কেন এঅবমাননা ও ঔদ্ধত্য শিরোধার্য করা হয়?

মৃত্যুগাথা বর্ণনাকারীরা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনা বড় সুলোলিত কণ্ঠেবর্ণনা করে আর কাফিরদের মোকাবিলায়ও তোমরা খুবই প্রশস্ত ললাটে স্বীকার করে নাও যে, তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তাই আমার বোধগম্য হয় না যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে তোমাদের কী এমন কষ্ট হয় যে, তোমাদের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

তিনি বলেন, আমি তোমাদের সত্যকরে বলছি, মহানবী (সা.)-এর সত্তার যতটা প্রয়োজন বিশ্ববাসী এবং মুসলমানদের ছিল, মসীহ (আ.)-এর সত্তার প্রয়োজন ততটা ছিল না। এছাড়া তাঁর (সা.) সত্তা হলো সেই কল্যাণমণ্ডিত সত্তা যে, তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন সাহাবীরা উন্মাদের মতো হয়ে যান। এমনকি হযরত উমর (রা.) খাপ থেকে তরবারি বের করে ফেলেন এবং বলেন, কেউ যদি মহানবী (সা.)-কে মৃত বলে তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। এই উত্তেজনাকর অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে এক বিশেষ জ্যোতি ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন। তিনি (রা.) সবাইকে সমবেত করে খুতবা প্রদান করেন। তিনি সেখানে আয়াত وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) পাঠ করেন অর্থাৎ মহানবী (সা.) একজন রসূল মাত্র আর তার পূর্বে যত রসূল এসেছেন তাদের সবাই ইন্তেকাল করেছেন। এমন অবস্থা ও পরিস্থিতে, যখনকিনা হযরত উমরের মতো মহান সাহাবী এতটা উত্তেজিত ছিলেন যে এ আয়াত যদি তাকে প্রবোধ না দিত তাহলে কোনভাবেতার ক্রোধ প্রশমিত হতো না। তারা অর্থাৎ সাহাবিরা যদি জানতেন বা বিশ্বাস রাখতেন যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন তাহলে তারা জীবিতই মারা যেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) খুতবা পড়ে শোনাতেই তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়। তখন সাহাবীরা মদিনার অলি-গলিতে এই আয়াত পাঠ করে বেড়ান আর তারা মনে করেন, এই আয়াত যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখ, মহানবী (সা.)-এর বিপরীতে অন্য কারো জীবিত থাকা সাহাবীদের জন্য চরম কষ্টের কারণ ছিল আর তারা তা সহ্যই করতে পারতেন না। একইভাবে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে এটি প্রথম ইজমা বা সর্ববাদি সম্মত মত ছিল যা এই বিশ্বে সংঘটিত হয়েছিল আর এর দ্বারা হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়েও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল।

এরপর মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও পদমর্যাদার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই মানব, যিনি ছিলেন সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং পরিপূর্ণ মানব ও পরিপূর্ণ নবী, আর পূর্ণাঙ্গীন কল্যাণসহ আগমন করেছিলেন। যাঁর হাতে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও হাশরের ফলে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে আর তাঁর আগমনে মৃত এক পুরো জগৎ জীবিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ তারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেছে। সেই কল্যাণময় নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বি য়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতমুল মুরসালীন ও ফখরুন্ নবীঈন মহাসম্মানিত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে আমাদের প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি তুমি এমন রহমত ও আশিস বর্ষণ কর যা সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ অবধি তুমি কারো প্রতি বর্ষণ কর নি। এই সুমহান নবী যদি এ পৃথিবীতে না আসতেন তাহলে এখন পর্যন্ত যত ছোট ছোট নবী পৃথিবীতে এসেছেন যেমন- ইউনুস, আইয়্যুব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাকী, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ নবীর সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে ছিল না; যদিও তাঁরা সবাই ছিলেন জকট্যপ্রাপ্ত, সম্মা নিত ও খোদা তা'লার প্রিয় নবী। এটি সেই মহান নবীর অনুগ্রহ যে, তারাও পৃথিবীতে সত্য পরিগণিত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা মহানবী (সা.)-এর মাকাম ও মর্যাদার সঠিক ব্যুৎপত্তি দান করে তাঁর (সা.) প্রতি অনবরত দরূদ প্রেরণের সামর্থ দান করুন এবং আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে পূর্বাপেক্ষা

অধিক বিনত হই। আমাদের কর্ম দ্বারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি (আমাদের) ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থাপন এবং আমাদের হৃদয়ে এ (ভালোবাসা)কে প্রথিত করাই হলো এর মূল পন্থা বা মাধ্যম। এমন করলেই আমরা বিরোধীদের বিরোধিতার উত্তর দিতে পারব, অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক অবস্থাই সেসব বিরোধীর বিরোধিতার উত্তর দিবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(মজলিস আনসারুল্লাহ ভারতের পক্ষ হতে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খোতবার অনুবাদ)

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 31 JULY 2020

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission , Nalhati, Piranpara, Birbhum, pin- 731243, W.B